দৈনিক

১৮ MAY 2017

রাজধানীর বেশিরভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্পত্তি অবৈধ দখলে

এম এইচ রবিন •

রাজধানীর বেশির ভাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন কিংবা জমি অবৈধভাবে দখলে নিয়েছে প্রভাবশালীরা। এসব সম্পত্তিতে গড়ে উঠেছে হাইস্কুল, ল' কলেজ, দোকান, লাইব্রেরি ইত্যাদি। সম্পত্তি উদ্ধারে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ও স্থানীয় পেশিশক্তির কাছে অসহায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাহিদা মেটাতে নতুন ভবন নির্মাণ কাজ শুরু করা যাচ্ছে না জমির মালিকানা জটিলতায়। অনেক জায়গায় দখলদারদের উচ্ছেদ করা যাচ্ছে না। প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন বছরের পর বছর দেনদরবার করেও পুরো সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেনি। দীর্ঘদিনের দখলদারদের উচ্ছেদ করতে গেলেও পেশিশক্তির কাছে পরাজিত প্রশাসন।

মামলা, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ও পেশিশক্তির কাছে অসহায় প্রশাসন

রাজধানীর ২৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবৈধ দখলকৃত সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩ নম্বর সাবকমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নে গলদগর্ম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়।

জানা গেছে, কোতোয়ালি থানাধীন বংশালের এফকেএম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্পত্তি দখল করেছে বংশাল বালিকা উচ্চবিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের নিচের দোকানগুলো উচ্ছেদের কোনো অগ্রগতি নেই। উচ্চবিদ্যালয়ের দখলে থাকা দ্বিতীয় তলাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুকূলে ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটি সম্মতি দিয়েছেন মাত্র।

গেণ্ডারিয়া মহিলা সমিতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জায়গাও দোকানদারদের দখলে। সেখানে সীমান্ত গ্রন্থাগার নামে একটি প্রতিষ্ঠানের দখলেও আছে কিছু জায়গা। নতুন ভবন করার জন্য কমিটির সুপারিশ থাকলেও বাস্তবে দোকানপাট উচ্ছেদ করা হয়নি। সীমান্ত গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ সম্পত্তি ছেড়ে দিতে আপত্তি জানিয়েছে। ফলে বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ করতে পারছে না প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন।

বাংলাবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্পত্তি নিয়ে জটিলতায় এটি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার সুপারিশ ছিল; কিন্তু তার বাস্তবায়ন নেই। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এই বিদ্যালয়টি পার্শ্ববর্তী একরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে একত্রীকরণ হতে পারে।

জাতীয়করণকৃত পল্লবী আব্দুল মান্নান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্পত্তি অবৈধ দলখদারদের কাছে। কিন্তু এই জায়গা নিয়ে উচ্চ আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুকূলে আনা হয়নি।

পল্লবীর বনফুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্পত্তির দখলে রয়েছে একটি কলেজ। কলেজ ও বিদ্যালয়ের জমিসংক্রান্ত আইনি জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে স্থানীয় সংসদ সদস্য ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লাহকে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও কলেজ কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুপারিশ ছিল কমিটির। তবে অবৈধ দখলদারদের বিষয়ে আদালতের শরাণাপন্ন হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন।

দিলকুশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্পত্তি দখলে রয়েছে স্থানীয় কিছু দোকানদারের। তাদের উচ্ছেদে ব্যর্থ হয়ে সেসব দোকানের ভাড়া দিয়ে বিদ্যালয়ের শিশুদের ডে-মিল চালুর চিন্তা করছে প্রাথমিক শিক্ষার কর্মকর্তারা।

ধানমণ্ডি ১নং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্পত্তি দখলে রয়েছে একটি ল' কলেজের ক্যাম্পাস। তারা কালক্ষেপণ করছেন দখলকৃত জায়গা

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

রাজধানীর বেশির

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) ছাড়তে। সময় চেয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকতাদের কাছে।

এ বিষয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শাহিন আরা বেগম আমাদের সময়কে জানান, সরকারি বিদ্যালয়ের জমিতে নতুন বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ কাজ শুরু করতে পারছে না জমির মালিকানা জটিলতায়। আবার কোথাও উচ্ছেদ করা যাচ্ছে না দখলদারদের।

তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন বছরের পর বছর দেনদরবার করেও নানাবিধ জটিলতায় পুরো সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেনি। দীর্ঘদিনের দখলদারদের উচ্ছেদ করতে গেলেও পেশিশক্তির কাছে পরাজিত সরকারের প্রশাসন। এ কারণে কয়েকটি স্কুলের সম্পত্তিতে গড়ে ওঠা দোকানের ভাড়া টাকায় সেসব স্কুলের শিক্ষার্থীদের দুপুরের খাবার ব্যবস্থা করার সুপারিশ করা হয়েছে বিদ্যালয়ের কমিটিকে।

দখল হওয়া সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩ নম্বর সাব কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন পুরোপুরি না হলেও কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে বলেও জানান এই শিক্ষা কর্মকর্তা।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং................................
তারিখ................................
সিস্টেম ...
প্রশাসনিক কর্মকর্তা